The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.175 -186)
Published in October, 2025

চট্টগ্রামে সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ (১৮৭৮-১৯৪৭)

ফারহানা আজিজ *

প্রতিপাদ্যসার: ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে চট্টগ্রাম ছিল সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চল। এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি সচেতন কতিপয় ব্যক্তির তৎপরতায় সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। প্রথমদিকে চট্টগ্রামের সংবাদপত্র শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ কলকাতা, বার্মা প্রভৃতি স্থান থেকে পত্রিকা প্রকাশ করলেও উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে স্থানীয়ভাবে চট্টগ্রাম থেকে সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হয়। এ সময় চট্টগ্রামে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে সংবাদপত্রের যাত্রা ত্বরান্বিত হয়। প্রথমদিকে সংবাদপত্রগুলির মধ্যে কিছু কিছু পত্রিকা ধর্মীয় প্রচারপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি সংবাদ ও সাহিত্য পরিবেশিত অসংখ্য সংবাদপত্র চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। সমগ্র উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে কলকাতার পরই ছিল চট্টগ্রামের অবস্থান। মুসলিম মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাংলা পত্রিকা (*মাসিক আন্নেসা*) প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম হিসেবে এখান থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি জাতীয় জীবনে অভূতপূর্ব উন্মাদনা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। চট্টগ্রামের সংবাদপত্র শিল্পের যে সূচনা ও বিস্তার ঘটে তা বাংলার ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে জনমনকে প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৮৭৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে।

ভূমিকা

ইংরেজ সিভিলিয়ানদের উদ্যোগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। অবশ্য এর আগে মধ্যযুগীয় ভারতে হাতে লেখা সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। তখন সমস্ত সংবাদ হাতে লেখা হতো এবং তা দেশের প্রধান প্রধান রাজ কর্মচারীর নিকট প্রেরিত হতো। এরূপ সংবাদ সংগ্রহের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। এ বিভাগের মাধ্যমে সংগৃহীত সমস্ত সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছানো হতো। সম্রাট আকবরের সময় প্রতিমাসে গভর্নমেন্ট গেজেটের মতো রাজকীয় সমাচারপত্র প্রচলিত ছিল। আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে লিখেছেন, একজন সংবাদ জ্ঞাপক যিনি কোনোরূপ অতিরঞ্জিত না করে বা বাদ না দিয়ে সঠিক সময় সত্য ও সঠিক সংবাদের প্রতি নজর রাখবেন (আল্লামী ৫৪)।

পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক যুগে উপমহাদেশে সংবাদপত্রের প্রকাশ ও প্রসার ঘটে। জেমস অগাস্টাস হিকি ১৭৭৯ সালে কলকাতায় একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন।[১] এ ছাপাখানা থেকেই তিনি ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র সাপ্তাহিক “বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল এ্যাডভার্টাইজার” প্রকাশ করেন। হিকির সম্পাদিত ও মালিকানায় প্রকাশিত এ পত্রিকাটি সাধারণের কাছে “হিকির গেজেট” নামেই পরিচিত ছিল (আনিসুজ্জামান ২১)। হিকি “বেঙ্গল গেজেট” প্রকাশের মাধ্যমে ভারতবর্ষে আধুনিক

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সংবাদপত্রের সূচনা করেন। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে যা এদেশের মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।

কলকাতা কেন্দ্রিক সংবাদপত্রের প্রভাব ধীরে ধীরে পূর্ব বঙ্গে পড়তে শুরু করে। পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। রংপুরের কুণ্ডি পরগণার জমিদার কালীচরণ রায় চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর সার্বিক পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন গুরুচরণ রায় (ধর ১৫)। পত্রিকা প্রকাশের জন্য রংপুরে স্থাপিত মুদ্রণ যন্ত্রটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন ছাপাখানা।

১৯১৭-১৯ সালে প্রকাশিত ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট অনুসারে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বাংলা ভাষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি (তত্ত্বনিধি ২২৬)। চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি বলেন, আরবি, উর্দু ও ফারর্সি শিক্ষায় এদেশের মুসলমানগণ বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক উন্নত। পুরাকালে এ দেশ আরবি ভাষা শিক্ষা ও আলোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল। পালি ভাষায়ও এদেশের বৌদ্ধগণ বিশেষ অভিজ্ঞ (তত্ত্বনিধি ২২৬)।

চট্টগ্রামের রাজনীতি সচেতন ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মতামত প্রচার ও শিক্ষা সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সংবাদ সাময়িকীর ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন। উপমহাদেশ খ্যাত ব্যক্তিত্ব মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), কাজেম আলী (১৮৫২-১৯২৬), মহিমচন্দ্র দাস (১৮৭০-১৯৪০), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) প্রমুখ চট্টগ্রাম থেকেই তাঁদের চেতনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রকে বেছে নিয়েছিলেন। সে সময়ে চট্টগ্রামে যাঁরা সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন উকিল, শিক্ষক, প্রেস মালিক, ব্যবসায়ী, জমিদার কিংবা রাজনৈতিক কর্মী। শুরুর দিকে সাহিত্য ও সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

চট্টগ্রামে সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

চট্টগ্রামের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বপ্রথম শাহ বদিউল আলমের সম্পাদনায় ১৮৮২ সালে কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক *মহামেডান অবজার্ভার* নামে একটি ইংরেজি প্রত্রিকা প্রকাশিত হয়।[২] পত্রিকাটির অফিস ছিল অলিউল্লাহ লেনে। কবি নবীন চন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫), নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), নওয়াব আমীর হোসেন ও স্যার হেনরী কটন (১৮৪৫-১৯১৫) পত্রিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন (হোসেন ৮৩)। ১৯০৫ সালের দিকে সম্পাদক কলকাতা ছেড়ে নিজ এলাকায় ফিরে আসেন এবং আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেন। তখন থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে কোনো এক সময় যশোহরের আবদুল হামিদ বি. এ. পত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি *দি মোসলেম ক্রনিকল অ্যান্ড দি মহামেডান অবজার্ভার* নামে পত্রিকাটি প্রকাশ করা শুরু করেন (হোসেন ৮৩)।

চট্টগ্রামের সাংবাদিকগণ বার্মার রেঙ্গুন (বর্তমান ইয়াংগুন) থেকেও বাংলায় পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতেন। বার্মা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফররোখ আহমদ নিজামপুরী সম্পাদিত *বাংলা গেজেট*, প্রকাশকাল ১৯২৯-১৯৪২ (ইসলাম ৪৫০)। *বাংলা গেজেটে*র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 'বেঙ্গল বর্ম্মা স্টিম নেভিগেশন কোম্পানী'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আবদুল বারী চৌধুরী এবং এটি ছিল এই কোম্পানির মুখপত্র। পত্রিকাটির শিরোনামের নীচে ব্রহ্ম প্রবাসী বাঙালির একমাত্র নির্ভীক সাপ্তাহিক মুখপত্র কথাটি লেখা থাকত (হক ৪০)। বাংলা গেজেট ছাড়াও রেঙ্গুন থেকে আরো কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বোয়ালখালী প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শীলালংকার মহাস্থবিরের সম্পাদনায় প্রকাশিত *সঙ্ঘশক্তি* (১৯২৯-৪১)।

পত্রিকাটি প্রথমে ত্রৈমাসিক এবং পরবর্তী সময়ে মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। *সঙ্ঘশক্তি* পত্রিকা ছিল বৌদ্ধ মিশনের মুখপত্র (হক ৫৬)। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯২৪ সালে আবদুল মোন্‌এম এর সম্পাদিত *সাপ্তাহিক সম্মিলনী* ছিল রেঙ্গুন তথা বার্মা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র (হক ১৫৪)। এছাড়াও কবি দিদারুল আলমের সম্পাদনায় মাসিক *যুগের আলো*, চট্টগ্রামের মীরসরাই'র ডাক্তার সৈয়দুর রহমান সম্পাদিত *যুগের জ্যোতি* রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল (হোসেন ৮৬)।

উনিশ শতকের শেষ দিকে চট্টগ্রামে ছাপাখানা স্থাপিত হলে স্থানীয়ভাবে চট্টগ্রাম থেকে সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হয়। রাজদূতখ্যাত চট্টগ্রামের সন্তান রায় বাহাদুর শ্রী শরৎচন্দ্র দাস ও তাঁর ভাই গুণাকর নবীন চন্দ্র দাস কলকাতায় *বিভাকর* নামে একটি মাসিক (মতান্তরে ত্রৈমাসিক) পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এ পত্রিকার কিছু সংখ্যা তারা চট্টগ্রামে নিয়ে আসতেন। পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য এ দু'ভাই চট্টগ্রামে একটি মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে আসেন। শরৎচন্দ্রের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় 'শারদযন্ত্র'। এটি চট্টগ্রামে স্থাপিত প্রথম ছাপাখানা। ভাঙঘুটনার (বর্তমান গোল পাহাড়ের) পশুশালার কাছে জনৈক বশির উল্লাহ চৌধুরীর বাড়িতে ছাপাখানাটি স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ছাপাখানাটি যথাক্রমে "অন্নদা প্রেস" ও "গোবিন্দ প্রেস" নামে পরিচিতি লাভ করে (*হাজার বছরের চট্টগ্রাম* ২৩১)। ধীরে ধীরে চট্টগ্রামে আরো কিছু মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। যেমন–মিন্টু প্রেস, সাধারণ প্রেস, চন্দ্রশেখর প্রেস, হার্ডিঞ্জ প্রেস, সরস্বতী প্রেস, চট্টেশ্বরী প্রেস, সনাতন প্রেস ও সংশোধনী প্রেস উল্লেখযোগ্য (তত্ত্বনিধি ২৩১)। চট্টগ্রামে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকে এখানে প্রকাশনাও বাড়তে থাকে, যা চট্টগ্রামের সংবাদপত্র শিল্পের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রথম সংবাদপত্র বিতর্ক

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মূলত তিনটি সমসাময়িক পত্রিকাকে চট্টগ্রামের প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে ধরা হয়। এগুলি হল- *মাসিক সংশোধনী*, *মাসিক চন্দ্রশেখর* এবং *পাক্ষিক পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি*।

১৮৭৮ সালে তারকচন্দ্র দাশ গুপ্তের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক *চন্দ্রশেখর*। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন কালীকুমার তর্কভূষণ। অনেকে মনে করেন এটি ছিল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা (ইসলাম, জাফরুল ৪২)। পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল কিংবা প্রথম সংখ্যার পর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় নি।

১৮৭৯ সালে (বৈশাখ, ১২৮৬) চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক *পূর্ব প্রতিধ্বনি* (ইসলাম ৪২)। সুনীতি ভূষণ কানুনগোর মতে, পাক্ষিক *পূর্ব প্রতিধ্বনি* চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদবিষয়ক সাময়িকপত্র (Qanungo 238)। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী। এটি কতদিন টিকে ছিল তা জানা যায়নি। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী *নিরীক্ষা*, মে-জুন ১৯৯৭ সংখ্যায় "বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস (১৭৮০-১৯৪৭)" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ আছে সম্পাদক কাশীগুপ্তের ভাই রাজেশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক *পূর্ব প্রতিধ্বনি* প্রকাশ করেন (হক ৫১৪)।

চট্টগ্রামের প্রথম ছাপাখানা শারদযন্ত্র থেকে কাশীশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় ১৮৮২-৮৩ সালে প্রকাশিত হয় *মাসিক সংশোধনী*। পত্রিকাটি পর্যায়ক্রমে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। অনেকে এ পত্রিকাটিকে চট্টগ্রামের প্রথম পত্রিকা বলে মনে করেন (হাজার বছরের চট্টগ্রাম ২৩১)। পত্রিকাটি ৪৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে প্রকাশিত

হয়েছিল। সেদিক থেকে *সংশোধনী* চট্টগ্রামের শুধু প্রথম পত্রিকাই নয়, দীর্ঘজীবী পত্রিকাও বটে (রাজা ২০১৫ ৫১৪)।

মাসিক *বৌদ্ধ বন্ধু*

চট্টগ্রামের দ্বিতীয় পত্রিকা (সংখ্যার দিক থেকে ৪র্থ) মাসিক *বৌদ্ধ বন্ধু*। ১৮৮৪ সালে অবিভক্ত বাংলায় বৌদ্ধ সমাজের প্রথম সাময়িক পত্র হিসেবে চট্টগ্রাম থেকে মাসিক *বৌদ্ধ বন্ধু* প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালীন পটিয়া থানার (বর্তমান চন্দনাইশ উপজেলার) সাতবাড়িয়া গ্রামের কৃষ্ণ নাজির পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এক বছর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮৭ সালে কালিকিংকর মুৎসুদ্দির সম্পাদনায় এটি পুনপ্রকাশিত হয়। এ পর্যায়েও পত্রিকাটির মেয়াদকাল বেশি দিন ছিল না (রাজা ৫১৪)।

সাপ্তাহিক *জ্যোতি*

চট্টগ্রামের প্রাচীন সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পত্রিকা সাপ্তাহিক *জ্যোতি*। ১৮৯৮ সালের প্রথম দিকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে এটি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রামের রাউজান থানার কোয়েপাড়ার নলিনীকান্ত সেনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও সম্পাদনায় এবং কবি নবীন চন্দ্র সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে পত্রিকাটিতে সম্পাদকীয় মতামত লিখতেন কবি নবীন চন্দ্র সেন। ১৯০১ সালে সম্পাদক নলিনীকান্ত সেনের মৃত্যুর পর চট্টগ্রামের পটিয়ার সুচক্রদণ্ডী নিবাসী কালীশংকর চক্রবর্তী পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে পত্রিকাটি "সনাতন প্রেস" থেকে ছাপা হতো। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান কোতোয়ালি থানার কাছে সিডিএ ভবনের দক্ষিণ দিকে জ্যোতি বিল্ডিংয়ে পত্রিকার নিজস্ব প্রেস স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতে থাকে (হাজার বছরের চট্টগ্রাম ২৩১)। শুরু থেকেই এটি একটি উন্নতমানের সংবাদ ও সাহিত্য পরিবেশিত সংবাদপত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে, "ইহা বঙ্গদেশের পল্লী পত্রিকার মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে (রাজা ১২)।"

সাপ্তাহিক *ছোলতান*

চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পথিকৃৎ মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন মুসলিম বাংলার সংবাদপত্রের জনক।[৩] ১৯০৮ সালে মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক *ছোলতান* প্রকাশিত হয় (সুলতানা ২৩)। পত্রিকাটি ১৯০২ সালে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে মাসিক *ছোলতান* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। শুরু থেকেই ইসলামাবাদী এ পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯০৪ সালে প্রথম এর সম্পাদক হন। *ছোলতান* পত্রিকার চট্টগ্রামে স্থানান্তর বিষয়ে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ বলেন, পত্রিকাটি কংগ্রেস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং নানা পরিবর্তনের পর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় (আনিসুজ্জামান ৬৬)। ১৯১১ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি জাতীয় জীবনে অপূর্ব উন্মাদনা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল (মনিরুজ্জামান ৩০)।

সুনীতি

১৯১৬ সালে সাপ্তাহিক (মতান্তরে পাক্ষিক) *সুনীতি* প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার সময়ে এর সম্পাদক ছিলেন খান বাহাদুর আমান আলী। আমান আলীর মৃত্যুর পর যথাক্রমে খান বাহাদুর মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম এবং বেগম তোহফাতুন্নিসা পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন (*দৈনিক আজাদী*, ৯ নভেম্বর ২০০৬)।। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে (কংগ্রেস-মুসলিম লীগ) হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সরকার এ ঐক্য বিনষ্ট করে দুই সম্প্রদায়কে বিভক্ত করে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। সংবাদপত্রের

মাধ্যমে জনমতের উপর এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারও তাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। চট্টগ্রামের পাক্ষিক *সুনীতি* তার ফলশ্রুতি (রাজা ১৯০)।

মাসিক *সাধনা*

চট্টগ্রামের সংবাদপত্র জগতের প্রবাদ পুরুষ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী (১৮৯৪-১৯৫১) কর্তৃক ১৯১৯ সালে (বাংলা ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাসে) প্রকাশিত হয় মাসিক *সাধনা* (আলম ৫৮)। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার কাকারা গ্রামে আবদুর রশিদ সিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমদিকে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটি কেবল চট্টগ্রামের নয়, অবিভক্ত বাংলার মুসলিম সম্পাদকদের প্রথম সারির চারটি পত্রিকার একটিরূপে গণ্য হয়েছিল।[৪] আন্দরকিল্লাস্থ বর্তমান কোহিনূর লাইব্রেরীর উপরে পত্রিকাটির কার্যালয় ছিল। হাজারী লেনের হার্ডিঞ্জ প্রেস এবং আন্দকিল্লার মিন্টু প্রেস হতে পত্রিকাটি ছাপা হতো। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক সংস্করণ হিসেবে মাসিক *সাধনা*'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। পত্রিকাটি প্রথমে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার সাধনা কার্যালয় থেকে আবদুর রশিদ সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হতো (সাধনা সাময়িকী, ১ম বর্ষ, ১ম থেকে ১২তম সংখ্যা)। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পত্রিকাটি সাধনা কার্যালয়, ৫ নং কলুটোলা লেইন, কলিকাতা (ব্রাঞ্চ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম) থেকে প্রকাশিত হয় (সাধনা সাময়িকী, ২য় বর্ষ, ১ম থেকে ১১দশ সংখ্যা)। কলকাতায় স্থানান্তরের পর কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) প্রমুখ খ্যাতনামা কবি সহিত্যিকের রচনা এ পত্রিকায় প্রকাশিত হতো (*দৈনিক আজাদী*, ১৬ নভেম্বর ২০০৬)। অবশ্য আর্থিক সংকটের কারণে এক বছরের বেশি পত্রিকাটি টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

সাপ্তাহিক *মুসলিম জগৎ* ও *কক্সবাজার হিতৈষী*

সাধনা ছাড়াও আবদুর রশিদ সিদ্দিকী আরো বেশ কিছু পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন, যদিও তাঁর কোন পত্রিকাই বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তিনি ১৯৩৩ সালে সাপ্তাহিক *রক্তকেতু* এবং ১৯৩৮ সালে সাপ্তাহিক *মুসলিম জগৎ পত্রিকা* সম্পাদনা করেন (আলম ৫৮)। আবদুর রশিদ সিদ্দিকী সম্পাদিত অপর গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা হচ্ছে *কক্সবাজার হিতৈষী*। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় তিনি সাপ্তাহিক *কক্সবাজার হিতৈষী* প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁকে কক্সবাজারের (তৎকালীন মহকুমা) সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বলা হয়। পত্রিকাটির অফিস ছিল চকরিয়ায় এবং ছাপা হতো চট্টগ্রাম থেকে। পত্রিকাটির উদ্বোধনী সংখ্যায় "উদ্বোধন" -এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে আবদুর রশিদ সিদ্দিকী পত্রিকাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন; "ভারতবর্ষের সীমান্ত রেখায়, চট্টগ্রাম জেলার প্রান্ত মহকুমা কক্সবাজারের বুকে আজ আমরা বিশ্বস্রষ্টার কল্যাণ আশীষরূপে 'কক্সবাজার হিতৈষী' পত্রিকার শুভ উদ্বোধন করিলাম। ইহা চির অবজ্ঞাত, নিপীড়িত এবং অধঃপতিত মহকুমার রাশীকৃত বেদনাপুঞ্জ বহন করিয়া সান্ত্বনার ভেরী বাজাইয়া যেমন কল্যাণের বিমল প্রবাহ বিচ্ছুরিত করিবে, তেমনি ইহা মহকুমার সুপ্ত অধিবাসীদের মধ্যে চেতনার বংশীধ্বনি ও নবজাগরণের বৈতালিক গীতিতে দিঙ্গমণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিবে (*দৈনিক আজাদী*, ১ মার্চ ২০০৭)।"

মাসিক *আন্নেসা*

মুসলিম মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাংলা পত্রিকা মাসিক *আন্নেসা*। বিদুষী মহীয়সী সাফিয়া খাতুন কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক *আন্নেসা* ১৯২১ সালের এপ্রিলে (বাংলা ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির মেয়াদকাল ছিল মাত্র এক বছর। এ সময়ের মধ্যে এর ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সাফিয়া খাতুন খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর সহধর্মিণী। পত্রিকাটি চন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক চট্টগ্রামের

বিখ্যাত সরস্বতী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর সাধনা প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো। পঞ্চম সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনার স্থান পরিবর্তিত হয়ে ৫, ডোগরা গলি, কলুটোলা, কে. এম. হেলাল, ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, অ্যান্টনী বাগান লেন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত হতে থাকে (ইসলাম ১০২)।

মাসিক *আন্নেসায়* গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যিক লেখা ছাড়াও মহিলাদের শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রবন্ধ ও খবরাদি প্রকাশিত হতো। এ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা ও গল্পের মাধ্যমে নারী প্রগতির বিষয়ে যে বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে, সে বিষয়ে সম্পাদিকার কোনো দ্বিমত প্রকাশিত হয়নি। সম্পাদিকা সাফিয়া খাতুন এবং *আন্নেসা* সম্পর্কে আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর জীবনীকার শফিউল আলম লিখেছেন, "সম্পাদিকা হিসেবে সাফিয়া খাতুনের নাম মুদ্রিত থাকলেও পত্রিকাটি সম্পূর্ণ পরিচালনা করতেন আবদুর রশিদ সিদ্দিকী (আলম ২৮)।" সাফিয়া খাতুন এবং আন্নেসা সম্পর্কে শফিউল আলমের বক্তব্য প্রসঙ্গে বাঙালি মুসলিম নারী সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা গবেষক মালেকা বেগম বলেন, "বঙ্গভাষা ও উর্দুভাষায় বেশ দখল সম্পন্না সাফিয়া খাতুন *আন্নেসা* পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। বাঙালি মুসলিম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা বিষয়ে আলোচনায় সেজন্য আন্নেসা প্রথম বিবেচ্য পত্রিকা। সম্পাদিকা হিসেবে সাফিয়া খাতুনের যদি শুধু নাম মুদ্রিত হত এবং কার্যত (তাঁর স্বামী) আবদুর রশিদ সিদ্দিকী পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন তা হলে সাফিয়া খাতুনের অসুস্থতার জন্য পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যেত না। সাফিয়া খাতুন শুধুমাত্র নামে নয় প্রকৃত অর্থেই আন্নেসার সম্পাদিকা ছিলেন (বেগম ১৮৩)।"

সাপ্তাহিক *পাঞ্চজন্য*

১৯২০-১৯২১ সালে ভারতে কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পুরো ভারতবর্ষকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল। এ সময়ে চট্টগ্রামের তরুণ সমাজ তথা চট্টগ্রাম ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রণক্ষেত্র। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম হিসেবে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহিমচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় ১৯২১ সালে একটি রাজনৈতিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *পাঞ্চজন্য*।[৫] এ পত্রিকার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী যুব বিদ্রোহের নানা খবর মানুষ জানতে পারত। এতে পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটির প্রকাশনার প্রেক্ষাপট ও বন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যে তথ্য জানা যায় তা হলো :

> যখন ১৯০৫ সনের বিপ্লব ধূমকেতু তাহার বিরাট পুচ্ছঘাতে সমগ্র বাংলার জনগণমন চঞ্চল করিয়া তুলিল তখন মহিমবাবু তদানীন্তন বিখ্যাত কর্মী নলীনীকান্ত সেনের সাহচর্য্যে ও সহযোগিতায় চট্টগ্রামে গণআন্দোলনের বীজ রোপণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। ১৯১০ ও ১৯১১ সালে যখন বাংলার আন্দোলন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে হইতে গবর্ণমেন্টের বঙ্গভঙ্গ রহিতের ফলে মন্দাক্রান্তায় পরিণত হইল তখন মহিমচন্দ্র গণজিজ্ঞাসা ও গণআন্দোলন সজীব করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সম্পাদক মহিমচন্দ্রের পরিহাস-প্রখর তীব্র সম্পাদকীয় আঘাতে তদানীন্তন সরকারী দপ্তর বিচলিত হইল। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ লাউসেন ফার্ম্মান দিলেন যে, বহুজন গঠিত সম্পাদকীয় বোর্ডের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে তবে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে পারিবে। এইভাবে যখন প্রেস স্বাধীনতা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল তখন গণতান্ত্রিতক শাসনের মৌলিক অধিকার–মত প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় দেখিয়া নিরুপায় মহিম চন্দ্র সাপ্তাহিক *পাঞ্চজন্য* বন্ধ করিয়া দিলেন (*দৈনিক পাঞ্চজন্য* শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ ৩০)।

পাঞ্চজন্য কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের ব্যাপারে সোচ্চার থাকলেও এ পত্রিকার ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্যও রয়েছে। মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী লিখেছেন, *পাঞ্চজন্য* পটিয়ার ভাটিখাইনের মহিমচন্দ্র দাস, বেণীমোহন দাস ও নলিনীকান্ত দাস এই গোষ্ঠীর উদ্যোগে বের হলেও উহা ছিল তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র। হিন্দু কংগ্রেসের প্রচারপত্র ইহার শারদীয় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের কবিতাও স্থান পেত না। অবশ্য কোনো কোনো সময়ে জসীমউদ্‌দীনের কবিতা দেখা যেত। আমি একবার কবি আশুতোষ চৌধুরীর মাধ্যমে নবারুণ নামে একটি কবিতা ছাপাতে সক্ষম হই (হক ৫০৯)।

দৈনিক জ্যোতি

ব্রিটিশ বিরোধী চলমান আন্দোলনকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক প্রচার পত্র হিসেবে ১৯২১ সালের ৫ই আগস্ট পূর্বেকার প্রকাশিত (১৮৯৮ সাল থেকে) সাপ্তাহিক *জ্যোতি* পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। *পাঞ্চজন্য* শারদীয় সংখ্যার ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত *দৈনিক জ্যোতি* ও *পাঞ্চজন্য* বিষয়ক লেখনি হতে জানা যায় :

> ১৯১১ সালে জ্যোতি প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের সাহচর্যে *দৈনিক জ্যোতি* প্রকাশিত হয়। মফস্বলে এইরূপ দৈনিক প্রকাশ করিবার দুঃসাহস কাহারও হয় নাই। এখানে খবরের অভাব, পাঠকের অভাব, এক কথায় বাংলার বিরাট খবরের বাজার ইহার জন্য সুগম নহে। কিন্তু এই সমস্ত মহিম বাবুর চিন্তায় স্থান পায় নাই। . . . এইবার সাপ্তাহিক নহে, দৈনিকের পসরা লইয়া জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে খবর ফেরি করিতে হইবে (*দৈনিক পাঞ্চজন্য* শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ ৩০)।

চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র *দৈনিক জ্যোতি*। যদিও ১৯১৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ব বাংলার অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী প্রথম ইংরেজি দৈনিক *THE HERALD*। এর পরিচালক ছিলেন প্রিয়নাথ সেন (ধর ৩৫)। তবে কাজী জাফরুল ইসলামের মতে জীবনকাল বিবেচনা করলে জ্যোতিই প্রথম নিয়মিত দৈনিক (ইসলাম *দৈনিক আজাদী*, ১৬ নভেম্বর ২০০৬)। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত আমার জন্মকথা শিরোনামে একটি লেখা থেকে এ পত্রিকার উদ্ভব সম্পর্কে জানা যায়। এতে উল্লেখিত আছে,

> আমি নাকি চট্টগ্রামের গৌরব, আমি না থাকলে দেশের মর্য্যাদা থাকবে না, তাই জেলা কংগ্রেস আমাকে পুষ্য গ্রহণ করলেন। তাঁদেরী আশ্রয়ে চট্টগ্রাম প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউজ কোম্পানি লিমিডেট- এর সাহায্যে চোথা থেকে রয়েল, রয়েল থেকে আবার ডিমাই, ডিমাই হতে ডবলক্রাউন, চার পৃষ্ঠা থেকে ছয় পৃষ্ঠা হয়েছি। রীতিমত খোরাক পোষাক পেলে আরো বড় হবার আশা রাখি। নূতন কাপড় পড়ে শিশুরা যেমন সকলকে নমস্কার করে, আজ বার্ষিকোৎসবে নূতন পোশাকে সকলকে নমস্কার জানাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করুন যে পতাকা বহন করব ব'লে দুঃখ দৈন্য মাথায় ক'রে জীবন ধারণ করছি তা' বহন করার শক্তি যেন লাভ করতে পারি (*দৈনিক জ্যোতি* অষ্টম সংখ্যা, ৫ই আগস্ট ১৯২৯)।

পত্রিকাটির অষ্টম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে শ্রীযুত হরদয়াল নাথ 'আশীর্ব্বাদ' শিরোনামে লিখেন :

> দেশ মাতৃকার সেবার জন্যই চট্রগ্রামে "দৈনিক জ্যোতি" জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সাতবৎসর ব্যাপক নিয্যাতনবৃষ্টি ও উৎপীড়ন বন্যা অতিক্রম করিয়া ইহা অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। রাজদ্রোহের অভিযোগ শিরোপরি থাকা সত্ত্বেও ও অষ্টম বার্ষিক উৎসবে মাতিয়া নির্ভীকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। নিরুপদ্রব স্বাধীনতা সমরে ও রণবাদ্য ও সমর সঙ্গীতের আবশ্যক। অকুতোভয় "দৈনিক জ্যোতি" জন্মাবধি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের রণবাদ্য বাজাইতেছে এবং রণসঙ্গীত গাহিতেছে। "দৈনিক জ্যোতি" ভিন্ন বাঙ্গালার কলিকাতার বাহিরে আর কোন দৈনিক

> কাগজ নাই। আমাদের মুক্তি সমরে "দেনিক জ্যোতি" যে সাহায্য করিতেছে তাহা অতুলনীয়।ইহার দীর্ঘ জীবন লাভ দেশেরই স্বার্থ। আজ ইহার অষ্টম বার্ষিক জন্মোৎসবে সমস্ত বাঙ্গালার যোগ দেওয়া ও আনন্দ করা কর্তব্য। ভগবানই আমাদের বন্ধন মোচন করিতেছেন এবং সাম্যবাদ প্রচার জন্য পূর্ব্বগগনে নবযুগের ঊষা দেখা দিয়াছে। ভগবানের প্রীত্যর্থে ঐ উভয় কার্য্যে সাহায্যে ও দেশের সেবা করিবার জন্য "দৈনিক জ্যোতি" দীর্ঘজীবন, অপরিমেয় শক্তি,ও অপরিসীম উৎসাহ লাভ করুক বিশ্বয় নিস্তার চরণে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। "দৈনিক জ্যোতির" মঙ্গল ও বহুল প্রচারে দেশেরই এবং আমি তাহাই সর্ব্বতোভাবে কামনা করিতেছি (*দৈনিক জ্যোতি*, অষ্টম সংখ্যা, ৫ই আগস্ট, ১৯২৯)।

পত্রিকাটির রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। জাতীয় চেতনা সৃষ্টিতে এ দৈনিক অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন দেয় এবং চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বদেশির ডাক পৌঁছে দেয়। পত্রিকাটির এ সমস্ত কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারকে সন্দিহান করে তোলে। যার ফলে ১৯২৯ সালে সরকার পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

দৈনিক পাঞ্চজন্য

দৈনিক জ্যোতির প্রকাশনা বন্ধ হওয়ায় কংগ্রেস নেতা উকিল মহিমচন্দ্র দাস তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক *পাঞ্চজন্য*কে দৈনিকে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯২৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর পূর্বে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *পাঞ্চজন্য* দৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। *পাঞ্চজন্য* শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৭ অনুসারে, ১৯২৯ সালে যখন *দৈনিক জ্যোতি* শাসকদের রোষানলে পড়লে এর নাম পরিবর্তন করে *পাঞ্চজন্য* করা হয় (*দৈনিক পাঞ্চজন্য* শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪৭ ১১)। দৈনিকটির সম্পাদক ছিলেন অম্বিকাচরণ দাস। *দৈনিক পাঞ্চজন্য* বাংলাদেশ ভূখণ্ডের দ্বিতীয় দৈনিক এবং প্রথম দীর্ঘস্থায়ী (১৯২৯-৫৩) দৈনিক সংবাদপত্র। নিজস্ব প্রেস 'দি চিটাগাং প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউজ লি:' থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। ত্রিশের দশকে চট্টগ্রামে সংঘটিত ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের খবরাখবর ও বিপ্লবীদের পরিচালিত বিভিন্ন অভিযান, পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখল, পুলিশ লাইন দখল, জালালাবাদ যুদ্ধ এবং ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন ধলঘাটে ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে মাস্টারদা সূর্যসেন (১৮৯৪-১৯৩২), নির্মল সেন (১৮৯৮-১৯৩২), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) প্রমুখের সংঘর্ষ নিয়ে বিভিন্ন মামলার বিস্তারিত খবর এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির মাধ্যমে দেশব্যাপী চট্টগ্রাম বিপ্লবের বিস্তারিত খবর মানুষ জানতে পারে। পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হলে পত্রিকাটি এর প্রতি সমর্থনসহ বিভিন্ন সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান নেয়। এতে পত্রিকাটি মুসলিম লীগের রোষানলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়।

দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা

ত্রিশের দশকে চট্টগ্রামের মুসলমান সাহিত্যিক সাংবাদিকগণ পত্র পত্রিকা প্রকাশনায় এগিয়ে আসেন। এ সময়ে মুসলমানদের সম্পাদিত বেশ কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে লোকমান খান শেরওয়ানীর (১৯১০-১৯৬৯) সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় *দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা*। এর প্রকাশ কাল ছিল প্রায় ৬ মাস। এটি ছিল চট্টগ্রামের ৩য় বাংলা দৈনিক ও বাংলাদেশ ভূখণ্ডেরও ৩য় বাংলা ও ৪র্থ দৈনিক পত্রিকা (রাজা ১২)। পত্রিকাটিতে নেপথ্যে থেকে সম্পাদকীয় লিখতেন কলকাতার *দৈনিক ছোলতানের* মওলানা আলী আহম্মদ ওলী ইসলামাবাদী (১৮৯০-১৯৩৮) এবং *দৈনিক জ্যোতি* সম্পাদক ও কংগ্রেস সভাপতি মহিমচন্দ্র দাস। পত্রিকাটি মুদ্রিত হত তৎকালীন কোতোয়ালী থানার অদূরে অবস্থিত মুসলিম প্রেস থেকে (রাজা ১২)।

সাপ্তাহিক *হরফুল কোরান*

১৯৩২ সালে আরবি হরফে বাংলা লেখা চালু করার আন্দোলন নিয়ে ফেনী নিবাসী মৌলবী জুলফিকার আলী সাপ্তাহিক *হরফুল কোরান* প্রকাশ করেন (রাজা ১২)। জুলফিকার আলী জেম এম সেন ইনস্টিটিউটের হেড মৌলবী

ছিলেন। পত্রিকাটি আলাবিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো। এ পত্রিকার মাধ্যমে আরবি হরফে যে বাংলা লেখা সম্ভব সেটাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার এ লেখন পদ্ধতি বাংলা ভাষার লেখক ও পাঠকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। তবুও একটি বিশেষ মহল পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে এ নিয়ে বেশ তৎপর ছিল। এমনকি, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার স্থান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন উক্ত সম্প্রদায় পত্রিকাটির মাধ্যমে তৎপর হয়। অবশ্য মৌলবী জুলফিকার আলীর দাবি এতে তাঁর কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল মাত্র পুণ্য অর্জনের বাসনায় আরবি হরফে বাংলা লিখে আরবিকে মানুষের সার্বক্ষণিক ব্যবহারের আওতায় আনার চেষ্টা করছেন (রাজা ১২)। ১৯৫৩ সালে তার মৃত্যুর সাথে সাথে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

সাপ্তাহিক *সত্যবার্তা*

১৯৩৪ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *সত্যবার্তা*। পত্রিকাটি পর্যায়ক্রমে তিনজন সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন গোলাম সোবহান মাস্টার, ২য় সম্পাদক মোহাম্মদ ওমর এবং শেষ ও দীর্ঘকালীন সম্পাদক কাজী কবির উদ্দীন। পত্রিকাটি প্রথমদিকে কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে মুদ্রিত হতো, পরবর্তীতে মডার্ণ প্রিন্টিং কোম্পানি লিঃ নামে নিজস্ব প্রেস, আন্দরকিল্লা থেকে ছাপা হতো। পত্রিকাটিতে কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীনসহ প্রথিতযশা লেখকদের রচনা সম্ভারে প্রকাশিত ঈদ সংখ্যাগুলি ছিল আকর্ষণীয় (*সাপ্তাহিক সত্যবার্তা* ঈদ সংখ্যা, ১৯৪৭)। শরীফ রাজার মতে, "*সত্যবার্তা*র প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের স্বার্থের হেফাজত করা। হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনীতির ধারা ক্রমে স্পষ্ট দু'টি পৃথক খাত নিতে শুরু করলে পত্রিকাটি তার একটিকে (মুসলমান পক্ষ) অবলম্বন করে জনপ্রিয় হয়" (রাজা ১৯-২০)। চট্টগ্রামের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা হিসেবে এটি তার বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে চট্টগ্রামকে তুলে ধরত। এ পত্রিকায় মোহাম্মদ মুছা চৌধুরী, বি. এ. লিখিত "পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা না চট্টগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ আছে, "দেওবন্দ ব্যতীত সমগ্র ভারতে চট্টগ্রামের মত আরবী সভ্যতা ও সাহিত্যের আর কোথাও এত বেশি চর্চা হয় না। চট্টগ্রামের মত এত অধিক আরবী শিক্ষার মাদ্রাসা মুছলিম জাহানের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ (*সাপ্তাহিক সত্যবার্তা* ঈদ সংখ্যা, ১৯৪৭)।" পত্রিকাটি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।[৬]

দৈনিক আজান

১৯৩৫ সালে চট্টগ্রামে একটি স্থানীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলমান নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল *দৈনিক আজান*। কবি আবদুস সালাম ও লোকমান খান শেরওয়ানীর সহায়তায় পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন সীতাকুণ্ডের ফকির আহম্মদ। এটি ছাপা হতো পুরাতন গীর্জা কম্পাউন্ডের ইমম্পেরিয়াল প্রেস থেকে। নির্বাচন শেষে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় (রাজা ১৮)। ১৯৩৬ সালে অপর এক উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কবি আবদুস সালাম পুনরায় পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এ সময়ে পত্রিকাটি প্রায় মাস খানেক প্রকাশিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন সময়ে (ব্রিটিশ আমলে দু'বার এবং পাকিস্তান আমলে দু'বার) *দৈনিক আজান* প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে ফজলুল কাদের চৌধুরীর (১৯১৯-১৯৭৩) উদ্যোগে পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। এ সময়ে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কাজী কবির উদ্দিন ও কবির আহম্মদ ইজ্জত নগরী। ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে আবারও ফজলুল কাদের চৌধুরীর উদ্যোগে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জয়নুল আবেদীন ও হাবিবুর রহমান খান। (*দৈনিক আজাদী*, ৫ এপ্রিল ২০০৭)। ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।[৭]

সাপ্তাহিক *জনমত*

চট্টগ্রামের একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, নির্ভীক ও স্বাধীন মতের সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক *জনমত* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১১ই আগস্ট। এর কার্যালয় ছিল আন্দরকিল্লায় এবং ছাপা হতো কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসে। এ সাপ্তাহিকীটি প্রকাশ করেছিলেন আবদুল মোনএম (১৮৯২-১৯৩৯)। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন উপলক্ষে বাংলার মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী ও লীগপন্থী এ দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। সম্পাদক আবদুল মোনএম জাতীয়তাবাদী আদর্শে অবিচল থেকে পত্রিকা প্রকাশ চলমান রেখেছিলেন। ১৯৩৯ সালে আবদুল মোনএম এর মৃত্যুর সাথে সাথে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় (*মাসিক পূরবী* কার্ত্তিক, ১৩৪৩)। পত্রিকাটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করে চট্টগ্রামের সংবাদপত্র সাময়িকী বিশ্লেষক শরীফ রাজা মন্তব্য করেন, "আবদুল মোনএম *জনমত*কে আট কোটি দুর্গত বাঙালির একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ও স্বাধীন মতের সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন"(*নিরীক্ষা* ৩৮তম সংখ্যা, মে, ১৯৯১)।

মাসিক *আলো*

১৯৩৬ সালে বা এর কিছু আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *মাসিক আলো*। পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন রাউজানের কোয়েপাড়া গ্রামের বিপ্লবীকর্মী যামিনীকান্ত সেনের বড়ো ভাই নলিনীকান্ত সেন। পত্রিকাটি পরে চট্টগ্রামে আনা হয়। তবে পত্রিকাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না (হক ৫১৪)।

মাসিক *পূরবী*

১৯৩৬ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক *পূরবী*। *পূরবীর* ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'নিবেদন' শীর্ষক লেখনী থেকে এ পত্রিকার জন্ম সম্পর্কে জানা যায়। চট্টগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে *পূরবীর* আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল (মাসিক *পূরবী* ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯৩৬)। ওহিদুল আলম (১৯১১-১৯৯৮) বি. এ. এবং আশুতোষ চৌধুরীর (১৮৮৮-১৯৪৪) যুগ্ম সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে ছাপা হতো এবং কার্যালয় ছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। এটি ছিল সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী। ১৯৩৮ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

উপসংহার

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে ৫০টির অধিক (দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক) সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এ সমস্ত সংবাদপত্রের মধ্যে অধিকাংশের প্রকাশকাল ক্ষণস্থায়ী হলেও কোনো কোনোটি পাকিস্তান আমল পর্যন্ত টিকে ছিল। প্রথম দিকের পত্রিকাগুলি বিশেষত ব্যক্তিগত প্রচারণা, ধর্মীয় আচার-আচরণ বিষয়ক পরামর্শ, শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ প্রচার করত। বিশ শতকের শুরু থেকে প্রায় সব পত্রিকাই ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক মতামত প্রচার ও সাহিত্য সেবার প্রতি ঝোঁকে পড়ে। অপরদিকে এ সমস্ত পত্রিকার বেশিরভাগ প্রকাশক ও সম্পাদকের আর্থিক অবস্থা ছিল দুর্বল। পেশাজীবী সাংবাদিক কর্মচারীরা নিতান্তই আর্থিক দৈন্যের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতেন। প্রচারের জন্য কিছু ছোটখাটো ব্যবসায়ী মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করতেন।

পত্রিকাগুলির কোনো বার্তা সার্ভিসের সুযোগ ছিল না। বেতার, কলকাতার পত্রিকা এবং বিদেশি সাময়িকীগুলো থেকে কিছু কিছু বাইরের সংবাদ সংগ্রহ করে চট্টগ্রামের পত্রিকাগুলি সংবাদ প্রকাশ করত। এ বিষয়ে শরীফ রাজা বলেন, "চট্টগ্রামের পত্রিকাগুলো পঞ্চাশের দশকের আগ পর্যন্ত কোনো বার্তা সার্ভিসের সুবিধা পায়নি। বিদেশি সংবাদের জন্য তাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হতো বেতার ও কলকাতার পত্রিকা আর বিদেশি সাময়িকীগুলোর উপর। তবে স্থানীয় সংবাদ দিয়ে তারা মোটামুটি বাজিমাৎ করে দিতো। . . . অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী অভিযানের মধ্য দিয়ে ১৯৩০ সালের দিকে তা বিস্ময়কর সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছে যায় (হক ৫১৭)।

টীকা

[১]. জেমস অগাস্টাস হিকি ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে তিনি এক স্কটিশ মুদ্রক উইলিয়াম ফাদেনের সহকারী হয়ে লণ্ডনে চলে আসেন। পরে আইনজীবী সরজেন্ট ডেভির কেরানির কাজে নিযুক্ত হন এবং পরে এক সময় আইনি কাজ ছেড়ে দিয়ে অল্প সময়ের জন্য শল্যচিকিৎসার কাজ শুরু করেন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পূর্ব ভারতের এক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে তিনি কলকাতা আসেন। কলকাতায় এসে ভারতের উপকূলবর্তী কলিঙ্গ অঞ্চলে শল্যচিকিৎসা ও পণ্য শিপিং এবং ট্রেডিং -এর ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর শিপিং ব্যবসা ভেঙ্গে পড়ে এবং তাঁর পাঠানো পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ফেরত আসে। পাওনাদারদের আশ্বাস রাখতে না পারার জন্য অক্টোবর মাসে তিনি কারারুদ্ধ হন। কারাগারে বন্দী থাকার সময় ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একটি মুদ্রণযন্ত্র সংগ্রহ করে ছাপাখানার কাজ শুরু করেন। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এক আইনজীবী উইলিয়াম হিকি মারফত দেনা ও কারাবাস হতে মুক্তির আবেদন করেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস, অভিশংসনের তথা ইম্পিচমেন্টের মুখে যখন ইংল্যাণ্ডে রওয়ানা হন, তখন তিনি হিকিকে মাফ করলে ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিসমাসে হিকি জেল থেকে মুক্তি পান। হিকির পরবর্তী জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তবে তিন বছর কারাগারে থাকার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল এবং তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করছিলেন। নৌকায় চড়ে চীনে যাওয়ার পথে ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে তিনি মারা যান।

(সূত্রঃ ওয়েবসাইট, *জেমস+অগাস্টাস+হিকি&client=firefox-b-d&ei=1mysYOXY দেখার তারিখ : ১২/১০/২০২৪*)

[২]. শাহ মোহাম্মদ বদিউল আলম ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস, খেলাফত, মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের সময় তিনি এক বছর কারাবাসও করেন। তিনি চট্টগ্রাম থেকে একাধিকবার বঙ্গীয় কংগ্রেস সম্মেলনে অন্যতম প্রতিনিধিও ছিলেন (আলম ১৪১)।

[৩]. মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় বিভিন্ন সময় অন্তত তিনটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যথা: দৈনিক *বাংলা হাবলুল মতিন* (১৯১২), *আল এসলাম* (১৯১৪) এবং *দৈনিক সুলতান* (১৯২৬)। এজন্য তাকে মুসলিম বাংলার দৈনিক সংবাদপত্রের জনক বলা হয় (মনিরুজ্জামান ৩১)।

[৪]. পত্রিকা চারটি হলো : ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পাদিত *নূর*, হাবিবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত *বুলবুল*, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান সম্পাদিত *ছায়াবিথী* এবং আবদুর রশিদ সিদ্দকী সম্পাদিত *সাধনা*।

[৫]. পত্রিকাটির কিছু সংখ্যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

[৬]. পত্রিকাটির বেশ কিছু সংখ্যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

[৭]. পত্রিকাটির কোন সংখ্যা পাওয়া যায়নি।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান। *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ১৮৩১-১৯৩০*। বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯।

আলম, ওহীদুল । *চট্টগ্রামের ইতিহাস, প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল*। ১৯৮২।

আলম, শফিউল। *মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী*। বাংলা একাডেমি, ১৯৯০।

আল্লামী, আবুল ফজল। *আইন-ই-আকবরী*, মূল ফারসি থেকে ইংরেজি অনুবাদ এইচ ব্ল্যাকম্যান। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ রহমান, আহমদ ফজলুর। বাংলা একাডেমি, ১৯৯১।

ইসলাম, কাজী জাফরুল। *ব্রিটিশ যুগে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকী, ১৮৪৭-১৯৪৭*। অনুপম প্রকাশনী, ২০০১।

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল। *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০)*। বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭।

তত্ত্বনিধি, চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা। *চট্টগ্রামের ইতিহাস*। গতিধারা, ২০০৪।

ধর, সুব্রত শংকর। *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*। বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৮৮৫।

মনিরুজ্জামান (সম্পাদক)। *মৌলানা ইসলামাবাদী রচনাবলী*। *১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

হোসেন, ইমরান। *বাঙলি মুসলিম বুদ্ধিজীবী: চিন্তা ও কর্ম*। বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

Qanungo, Suniti Bushan. *A History of Chittagong, (1761-1947).* vol. 2, Shanti Press, 2010.

প্রবন্ধ

আলম, শফিউল। "মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী: তাঁর সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্ম"। *বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকা :* বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৩।

ইসলাম, কাজী জাফরুল । "চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ১২০ বছর (১৮৭৮-১৯৯৮)"। *দৈনিক আজাদী*, ৯ নভেম্বর ২০০৬।

বেগম, মালেকা। "বাঙালি মুসলিম নারী সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা"। (প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা আয়োজিত বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর বক্তৃতা, ২৫.০৩.২০০৬)।

রাজা, শরিফ। চট্টগ্রামের পত্রপত্রিকা ও সাংবাদিকতার ইতিহাস। প্রথম পর্ব, *নিরীক্ষা*, ৩৪তম সংখ্যা, পিআইবি, জানুয়ারি, ১৯৯০।

. . . . চট্টগ্রামের পত্রপত্রিকা ও সাংবাদিকতার ইতিহাস। *নিরীক্ষা*। ৩৪তম সংখ্যা, পিআইবি, জানুয়ারি, ১৯৯০।

. . . . চট্টগ্রামের পত্রপত্রিকা ও সাংবাদিকতার ইতিহাস। দ্বিতীয় পর্ব, *নিরীক্ষা*, ৩৫তম সংখ্যা, পিআইবি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।

. . . . চট্টগ্রামের পত্রপত্রিকা ও সাংবাদিকতার ইতিহাস। তৃতীয় পর্ব, *নিরীক্ষা*, ৩৬তম সংখ্যা, পিআইবি, মার্চ, ১৯৯০।

. . . . চট্টগ্রামের পত্রপত্রিকা ও সাংবাদিকতার ইতিহাস"। *নিরীক্ষা*, ৩৮তম সংখ্যা, পিআইবি, মে, ১৯৯১।

হক, মুহাম্মদ শামসুল। "চট্টগ্রামে সংবাদপত্রের বিকাশ: সমস্যা ও সম্ভাবনা"। *চট্টগ্রাম ইতিহাস ও ঐতিহ্য*। *প্রথম খণ্ড*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি ও ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।

হক, মোহাম্মদ মাহবুবুল। "বাংলা গেজেট পত্রিকায় রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙ্গালি সমাজ"। *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস*। খণ্ড, ১৪, জুন ১৯৯৮।

. . . .ঔপনিবেশিক শাসনামলে রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ: একটি সমীক্ষা। *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস এ্যাণ্ড হিউম্যানিটিজ*। খণ্ড ১৭, জুন ২০০১।

হোসেন, ইমরান। চট্টগ্রামে মুদ্রণ ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের আদি পর্ব (১৮৭৮-১৯২১)। *স্থানীয় ইতিহাস*। সংখ্যা ১৮, হেরিটেজ, আরকাইভস অব বাংলাদেশ হিস্ট্রি ট্রাস্ট। জুন ও ডিসেম্বর ২০১৭।

দলিল (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত)

হাজার বছরের চট্টগ্রাম। ৩৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা, *দৈনিক আজাদী*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৬।

সুলতানা, হামিদা। *চট্টগ্রামের সংবাদ-সাময়িকপত্র : ১৮৭৮-১৯৪৭* (অপ্রকাশিত এম. ফিল অভিসন্দর্ভ)। ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

সংবাদ/সাময়িকী

"আমার জন্মকথা"। *দৈনিক জ্যোতি*। অষ্টম সংখ্যা, ৫ই আগস্ট ১৯২৯।

'আশীর্ব্বাদ'। *দৈনিক জ্যোতি*। অষ্টম সংখ্যা, ৫ই আগস্ট, ১৯২৯।

দৈনিক আজাদী। ১৬ নভেম্বর মার্চ ২০০৬।

দৈনিক আজাদী। ১ মার্চ ২০০৭।

দৈনিক আজাদী, ৫ এপ্রিল ২০০৭।

দৈনিক পাঞ্চজন্য। শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

সাধনা (সাময়িকী)। ১ম বর্ষ, ১ম থেকে ১২তম সংখ্যা।

সাধনা (সাময়িকী)। ২য় বর্ষ, ১ম থেকে ১১দশ সংখ্যা।

মাসিক পূরবী। কার্ত্তিক, ১৩৪৩।

মাসিক *পূরবীর*। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯৩৬ ।

সাপ্তাহিক সত্যবার্ত্তা। ঈদ সংখ্যা, ১৯৪৭।